শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক জগদ্গুরু **ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর** প্রভুপাদানুকম্পিত

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুগৃহীত

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ

কর্তৃক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫০০তম আবির্ভাব বার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত শ্রী গৌড়ীয় পত্রিকায় বর্ষ–৩৮, সংখ্যায় ৫-৭ প্রকাশিত প্রবন্ধ

সূচীপত্র

নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-রাধাবিনোদবিহারীজীউর অহৈতুকী করুণায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের এবং পারমার্থিক ব্যক্তিদের সমক্ষে “শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান বৈশিষ্ট্য” নামক গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিতে পারিয়া আমরা নিজেদেরকে অত্যন্ত ধন্য মনে করিতেছি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কলিযুগের “প্রচ্ছন্ন অবতার” রূপে শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫০০তম আবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষে **১৯৮৬** খ্রীষ্টাব্দে এই প্রবন্ধটি প্রথমে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার অতি ঐকান্তিক নিজজন আমাদের পরমারাধ্যতম গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ এই প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং মুখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্ব-করুণাময় অভিযানের অন্তর্নিহিত ভাবের উপর গুরুত্ব দেওয়া এবং তাহা জনসাধারনের নিকট সরল ও বোধগম্য ভাবে প্রকাশ করা।

শ্রীল গুরুদেব—অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যের গভীর সমুদ্র। সেই বৈশিষ্ট্য অনুপ্রাণীত হইয়া বদ্ধজীব শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতুলনীয় দয়াকে অনুভব করিতে পারিবে। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারধারায় গৌড়ীয়-দর্শনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে সুন্দর রূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। যেমন, শ্রীল রূপ গোস্বামীর অবদানের মহিমা অক্লান্তরূপে বর্ণন; শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদের শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্ গ্রন্থে বর্ণিত ভক্তদের তারতম্যকে সুন্দর ও মধুররূপে উপস্থাপন; বার্ষিক শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় অসাধারণ রসময়ী হরিকথার মাধ্যমে শ্রীনারদ মুনির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত আশীর্বাদের উপর তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস যে ব্রজধূলি স্পর্শ করিলে ব্রজপ্রেম অনায়াসেই প্রাপ্ত হয়; ব্রজের পরকীয়া ভাবের বিশেষ মহিমা বর্ণন; শ্রীজগন্নাথ পুরীতে মহাপ্রভুর ভাব ও লীলার তুলনায় শ্রীনবদ্বীপ ধামে তাঁহার ভাব ও লীলার বিশেষত্ব, ইত্যাদি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় তাঁহার বৈশিষ্ট্য-সমুদ্র মন্থন করিয়া এই অমুল্য সম্পদরূপী "শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য" গ্রন্থখানি উত্থিত হইয়াছে। ইহা শ্রীল গুরুদেবের অনুপম উপহার স্বরূপ। আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে এই গ্রন্থটি শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের নিকট উৎসর্গ করিতেছি।

আমাদের বিশ্বাস, এই গ্রন্থটি যে কোন ব্যক্তির নিকট এক অমূল্য সম্পদ হইয়া দাঁড়াইবে। বিশেষ করিয়া শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমায়, শ্রীগৌর জয়ন্তীর সময়ে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে ভক্তগণ পরম রসাস্বাদন করিবেন এবং অন্তর হইত শ্রীগুরু এবং শ্রীগৌরহরির প্রতি কৃতজ্ঞতাবশে আপ্লুত হইয়া নিজদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করিবেন, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গঙ্গার জলে গঙ্গা পূজার মত আমরা দীনহীনভাবে এই গ্রন্থটি শ্রীল গুরুদেব—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের করকমলে উপহার স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্বক এই উপহার স্বীকার করিয়া প্রসন্ন হউন এবং নিত্যধাম হইতে অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করুন, যেন আমরা একদিন এই শিক্ষা-বৈশিষ্ট্যের পালনের যোগ্য হইয়া ইহার সংরক্ষণ করিতে পারি এবং নগণ্য বাহক মাত্র হইয়া ইহাকে অপরের নিকট তুলিয়া দিতে পারি।

এই গ্রন্থে মুদ্রণজনিত ভুল-ক্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। শ্রদ্ধালু পাঠকগণ গন্থের সার গ্রহণ করিলে আমরা নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

জয় শ্রীল গুরুদেব!

জয় শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি!

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী
মহারাজের আবির্ভাব-তিথি
৯ নারায়ণ, ৫২৫ গৌরাব্দ
৩ পৌষ, ১৪১৭, ইং ১৯/১২/২০১১

শ্রীহরি-গুর–ষ্ণব-সেবাভিলাষী
প্রকাশন-মণ্ডলী

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ.||

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৯/৫৩)

অর্থাৎ মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রমপ্রদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্য নামক গৌরবর্ণধারী প্রভুকে আমি নমস্কার করি। (এই শ্লোকে সংক্ষেপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম, রূপ, গুন ও লীলা বর্ণিত হইয়াছ। অর্থাৎ তাঁহার নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তাঁহার রূপ—গৌরবর্ণ, তাঁহার গুণ—মহাবদান্যতা, তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করা।)

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবান্। তিনি অনাদি কাল হইতে অনন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজমান। সেই সমস্ত প্রকাশের মধ্যে বাসুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ আদি তাঁহার অংশ—ইহা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ-শিরোমণি—শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত।

পরম ভগবানের দুই নিত্য স্বরূপ

পরমব্রহ্ম, রসিকশেখর স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরও একটি নিত্যস্বরূপ রয়েছে, কিন্তু সেই স্বরূপ তাঁহার অংশ নহে; তাহাতেও স্বয়ং-ভগবত্তা নিত্য বিরাজিত। সেই স্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণ না হইয়া পীতবর্ণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে করভাজন ঋষি কলিযুগের আরাধ্য ভগবৎস্বরূপ এবং তাঁহার আরাধনা-প্রণালী সম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছেন—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

(ভাঃ **১১/৫/৩২)**

হে রাজন্! যিনি সদা-সর্ব্বদা “কৃষ্ণ” এই দুইটি বর্ণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যাঁহার অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর বা পীত; সেই [নিজ] অঙ্গ—

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, উপাঙ্গ—অদ্বৈতাচার্য প্রভু, অস্ত্র—শ্রীকৃষ্ণনাম ও পার্ষদ—শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীরায়-রামানন্দ এবং শ্রীবাসাদি পরিকরগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সংকীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন।

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রমুখ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকারগণ বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং অকাট্য যুক্তির সুদৃঢ়-ভিত্তিতে "কৃষ্ণবর্ণং"-পদের অর্থ "কৃষ্ণ"—এই দুইটি বর্ণ অথবা কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরের বর্ণনকারী অর্থাৎ কীর্ত্তনকারী এবং "ত্বিষাঽকৃষ্ণং" পদর অর্থ গৌর বা পীতকান্তিবিশিষ্ট করিয়াছেন।

মুণ্ডক-শ্রুতিতেও পীতবর্ণধারী স্বয়ং-ভগবানের উল্লেখ আরও স্পষ্টরূপে বর্ণন করা হইয়াছে,—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রূক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

(মুণ্ডক ৩/৩)

যখন কোন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি ঈশ্বর, ব্রহ্মযোনি, রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শন করেন তখন তিনি পাপ-পুণ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্মল, নিরঞ্জন ও বিদ্বান হইয়া পরম সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হন। এস্থলে রূক্মের অর্থ সুবর্ণ; অতএব রুক্মবর্ণের অর্থ সুবর্ণ কান্তি অর্থাৎ সুবর্ণের মত পীতবর্ণ।

উক্ত শ্রুতিমন্ত্র কথনের তাৎপর্য এই যে—সেই রূক্মবর্ণ—পীতবর্ণ পুরুষ সর্ব্বকারণেরকারণ—সর্ব্বকর্ত্তা অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর। তিনি ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা। যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্" অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠাতা (গীতা ১৪/২৭)। সেইরূপ এই পীতবর্ণ পুরুষও ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। তজ্জন্য এই পীতবর্ণ পুরুষও স্বয়ং–ভগবান, ইহাই সুস্পষ্ট। স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ এবং স্বয়ং-ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর পীতবর্ণ। এখন সন্দেহ হইতে পারে, কি স্বয়ং-ভগবান্ দুই জন?

স্বয়ং-ভগবান্ কখনও দুইজন হইতে পারেন না। "একমেব অদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬.২.১)—ইহা শ্রুতি-সিদ্ধান্ত। পরব্রহ্ম স্বয়ং–ভগবান্ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। অতএব স্বয়ং–ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং স্বয়ং-ভগবান্ গৌরসুন্দর কখনো দুইজন নহেন। মূল শ্রুতিমন্ত্রের "সাম্য" শব্দের অর্থ—তাঁহার সমান গুনবান্ বা প্রতিভাশালী অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া দর্শক তাঁহারই মত প্রেমবান্ হইয়া যান। এবং তাহাদের মধ্যে অন্যকেও প্রেমদান করিবার শক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে—

যারে দেখে তারে কহে—কহ কৃষ্ণ নাম।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৩/৩০

অতএব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং-ভগবান্—শ্রুতি, স্মৃতি, পঞ্চমবেদ—মহাভারত, এবং নিখিল প্রমাণশিরোমণি—শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণবর্ণের শ্রীনন্দনন্দন অপেক্ষাও এই পীতবর্ণ শ্রীশচীনন্দনের করুণার বৈশিষ্ট্য অধিক।

শ্রীগৌরহরির অদ্ভুত করুণার প্রস্ফুটন

আনন্দকন্দ করুণাবরুণালয় শ্রীভগবানের প্রত্যেক লীলাতে করুণা বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপই—প্রত্যেক ভগবদ্ অবতারই করুণাময়। করুণা—ভগবানের স্বরূপ ধর্ম। ভগবত্তার সারই মাধুর্য্য এবং মাধুর্য্যের বিকাশ একমাত্র করুণাতেই। যদি করুণার বিকাশ না হইত, তাহা হইলে ভগবানের ঐশ্বর্য-মাধুর্য্য, তাঁহার দিব্য গুণাবলী, জীব এবং জগতের চিত্তাকর্ষিণী তাঁহার লীলাসমূহের দৃষ্টিগোচর হওয়া তো দূরের কথা, মন ও বুদ্ধির দ্বারা চিন্তা, স্মরণ ও অনুভব করাও দুর্লভ এবং অসম্ভব হইয়া পড়িত।

অগণিত অনন্ত সৃষ্টি করুণার ক্ষেত্র হইলেও করুণার মুখ্য লক্ষ্য হইতেছে—জীব সমুদায়। ভগবদুন্মুখ জীবগণকে নিখিল ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময় লীলা-রসামৃত সিন্ধুতে আপ্লাবিত করাতেই করুণার অসমোর্দ্ধ বিকাশ; ভগবদ্বিমুখ জীবগণকে

যথাসম্ভব কৌশলে নিজের (সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের) প্রতি উন্মুখ করা এবং ভগবদ্ভক্ত বিরোধী দুষ্কৃতিযুক্ত দৈত্য-দানবগণকে বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি আদি প্রদান করার মধ্যে ভগবৎ করুণার বিচিত্র বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

প্রপঞ্চের সমস্ত ভগবদাবতারগণের অবতরণের মূল কারণ সাধুভক্তদের সংরক্ষণ, অসাধু অসুরগণের বিনাশ ও অধর্ম নিরসনপূর্বক ধর্ম সংস্থাপনই নিরূপিত হইয়াছে,—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(গীতা-৪/৭-৮)

হে ভারত! যখন-যখন ধর্মের ক্ষয় হয়, এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন-তখন আমি আমার নিত্যসিদ্ধ শরীরকে প্রকট করি। আমি আমার ঐকান্তিক ভক্তদের পরিত্রাণ, দুষ্টদের বিনাশ এবং সেই সঙ্গে ধর্মের পুনঃস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

শ্রীশুকদেব গোস্বামীও বর্ণন করিয়াছেন—

যদা যদেহ ধর্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপানঃ।
তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ॥

(ভাঃ ৯/২৪/৫৬)

অর্থাৎ যখন যখন সংসারে ধর্মের হ্রাস এবং পাপের বৃদ্ধি হয়, তখন তখন সর্ব্বশক্তিমান্ হরি অবতার গ্রহণ করেন।

এই প্রকার অন্যান্য অবতারগণের আবির্ভূত হইবার কারণ সম্বন্ধে বিচার করিলে আমরা এই নিষ্কর্ষে উপনীত হইব যে, সাধুজন-রক্ষণ, অসুর-বিনাশন এবং অধর্ম বিনাশপূর্বক ধর্মসংস্থাপনই সমস্ত ভগবৎ স্বরূপগণের অবতরনের কারণ। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের মূলে যে তিনটি বিশেষ কারণের উল্লেখ

দেখা যায়, অন্য কোন অবতারগণের আবির্ভাবের ঐ তিনটি কারণের মধ্যে একটিরও উল্লেখ দেখা যায় না।

শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবের তিন অপূর্ব উদ্দেশ্য

প্রথমত: তিনি করুণার বশীভূত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। **দ্বিতীয়ত:** পরমোজ্জ্বল রসময়ী স্বভক্তি-সম্পত্তি প্রদান করিবার জন্য অবতরণ করিয়াছেন। **তৃতীয়ত:** তিনি তাঁহার অসমোর্দ্ধ বিবিধ মধুরভাবসমূহকে শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় স্বয়ং আস্বাদনের লোভে শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির আবির্ভাবের পটভূমিতে প্রথমোক্ত দুইটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট-সুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

(বিদগ্ধমাধব ১ম অঙ্ক ২য় শ্লোক)

সুবর্ণকান্তি সমূহ দ্বারা দীপ্তমান শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন। যে সের্ব্বোৎকৃষ্ট উন্নত উজ্জ্বল রস জগৎকে কখনও দান করা হয় নাই, সেই পরমোজ্জ্বল রসময়ী স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্য তিনি পরম করুণাবশ হইয়া কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

তৃতীয় কারণ সম্বন্ধে শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী উল্লেখ করিয়াছেন—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্ব
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্য মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১/৬ স্বরূপ দামোদর কড়চা)

শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা—যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন—তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি প্রকারের সুখ উদয় হয়—এই তিনটি বিষয়ে লোভ জন্মিলে আনন্দকন্দ ব্রজরাজচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ শচীদেবীগর্ভ-সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।

যদিও সমস্ত ভগবদবতারগণের আবির্ভাবের মূল কারণ—সাধুজনের রক্ষা, অসুরবিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনাদি—জীবের প্রতি ভগবৎ-করুণারই পরিচায়ক, তথাপি গৌরাবির্ভাব ব্যতীত অন্য কোন ভগবদবতারের আবির্ভাবের কারণের মধ্যে "করুণা" শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতএব অন্যান্য অবতারগণের করুণা অপক্ষা শ্রীগৌরাবতারের করুণার একটী অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই সম্বন্ধে নিম্নে কিছু বিচার প্রদর্শিত হইতেছে—

শ্রীগৌরহরির করুণার অষ্টবিধ অসাধারণ বৈশিষ্ট্য

(১) কবল শ্রীগৌরহরিই সকলকে ভক্তি প্রদান করেন—

পূর্বে বলা হইয়াছে, সাধুজনের রক্ষা ও অসাধুজনের বিনাশ করিয়া ধর্মসংস্থাপনের জন্য শ্রীভগবান অসংখ্য অবতারের রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বেদাদি শাস্ত্র এবং তাঁহাদের সারভূত শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে অপার এবং অগাধ সমুদ্র যাঁহাদের একটি রোমকেও স্নান করাইতে পারে নাই এমন প্রতিভাশালী মীন, কচ্ছপ, বরাহ আদি অবতারে ভক্তি দানের কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। শ্রীনৃসিংহ, বামন, পরশুরামাদি অবতার তাঁহাদের মুখ্য প্রয়োজন পর্যন্তই সীমিত থাকিলেন। কপিল, দত্তাত্রেয় আদি অবতারগণও সাংখ্য-যোগাদির উপদেষ্টা রহিলেন। অন্যান্য বুদ্ধাদি অবতারেও ভক্তি দানের কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই জীবগণকে আকৃষ্ট করিয়াছেন; কিন্তু ভক্তিদান বিষয়ে তাঁহারাও নিজজনের প্রতি উদারতার বিশেষ পরিচয় দেন নাই।

শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার নিজজন শ্রীলোমশঋষি, শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, দণ্ডকারণ্যের ঋষিগণ, এমনকি নিজজন কাক ভূষণ্ডীকেও ভক্তি গোপন করিয়া ভোগ-মোক্ষের বর দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।[1] শ্রীরামচন্দ্র মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম—[রাগ] ভক্তি দিলে মর্য্যাদার ব্যতিক্রম হয়, তজ্জন্য তাঁহার পক্ষে ভক্তিকে গোপন রাখা উচিত, বলিতে পারা যায়। তবে বাহ্যত ক্বচিৎ মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনকারী লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ভক্তিদানে অবশ্যই উদার হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনিও স্বভক্তিকে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। যথা—

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্তেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং॥

(ভাঃ ৫/৬/১৮)

হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ আপনাদের এবং যাদবগণের পতি, গুরু, উপাস্য, প্রিয়, স্বামী এবং কখনও কখনও সেবক হইয়াছেন সত্য, তথাপি সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার ভজনকারীগণকে মুক্তি সহজে দিলেও ভক্তি সহজে দেন না।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥

(চৈঃ চঃ আদি ৮/১৮)

অর্থাৎ, ভক্ত যদি ভুক্তি বা মুক্তি চায়, তবে শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই প্রদান করেন। কিন্তু প্রেমভক্তি কখনও সহজে দেন না, লুকাইয়া রাখেন।

---

1 শ্রীরামচন্দ্রের এই পরিকরদের ভোগ-মোক্ষের প্রতি রুচি ছিল না, তাই তারা ভোগ-মোক্ষকে স্বীকার করেন নি। কিন্তু এই ধরনের লীলার দ্বারা ভগবান নিজজনদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিকে প্রকাশ করিয়াছেন।

(২) শ্রীগৌরহরি যোগ্যতা বিচার না করিয়া শুদ্ধ ভগবদ্ প্রেম প্রদান করেন–

এই প্রকার "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুম্ প্রভু" (অর্থাৎ অসম্ভবকে সম্ভব করা, সম্ভবকে অসম্ভব করা তথা অন্যভাবে করতে সমর্থবান ভগবান্) নিজের সকল স্বরূপে নিজের ভজনকারী জনের কাছেও ভক্তিকে গোপন করিয়া রাখেন। পরন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপে নিজের উপদেশ, স্পর্শ, দৃষ্টি এবং প্রেরণাদির দ্বারা আপামর সকল জীবগণকে ভক্তিরসে আপ্লাবিত করিবার জন্যই স্বয়ং-ভগবান্ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুরূপে দেশে-দেশে ভ্রমণ করিয়া, নিজের পরিকরগণকে সর্বত্র পাঠাইয়া, শ্রীবিগ্রহ ও ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত করাইয়া হরিনাম-প্রেম দুই হাতে বিলাইয়া দেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥

(লঘুভাগবতামৃতম্ পূর্বখণ্ড ৩০৩)

ভগবান্ পঙ্কজনাভের অনেক মঙ্গলময় অবতার আছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত লতা অর্থাৎ আশ্রিতজনের প্রেমদাতা আর কে আছেন?

ইহা সত্য, কিন্তু কৃষ্ণ **"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"** অর্থাৎ হে পার্থ! মানুষ যেভাবে আমার ভজনা করে, আমিও তাকে সেই ভাবে ফল প্রদান করি। (শ্রীগীতা ৪/১১)—এই গীতোক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ শ্রদ্ধা এবং অধিকার অনুরূপই দাড়িপাল্লায় ওজন করিয়াই ভক্তিপ্রদান করেন। যাঁহাদের যতটুকু প্রপত্তি বা শ্রদ্ধা, সেই পরিমাণেই ভক্তি দেন। কমও নয়, অতিরিক্তও নয়, সঠিক ওজন করিয়াই দান করেন। কৃষ্ণনামও পরমোদার এবং দয়ালু। এই কৃষ্ণনাম ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ এবং অবহেলার দ্বারা নামাভাসকারীগণকেও উদ্ধার করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, ইহাও সত্য।

পরন্তু—

কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।

কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥

(চৈঃ চঃ আদি ৮/২৪)

কিন্তু—

চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ-সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥

(চৈঃ চঃ আদি ৮/৩১)

শুধু তাহাই নয়,—

এমন দয়ালু প্রভু নাহি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় যাঁর দূর দরশনে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬/১২১)

(৩) শ্রীগৌরহরির নিজের করুণা শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণা পাত্রাপাত্রের বিচার না করিয়া যিনি সম্মুখে আসেন, তাহাকেই পাত্র বিচার করিয়া প্রেম দান করেন। যাহার পাত্র নাই, যিনি রিক্তহস্তে আসেন, স্বয়ং পাত্র দিয়া প্রেমামৃতে ভরিয়া দেন। যে উন্নত উজ্জ্বল স্বভক্তিরস প্রেমামৃত নারদ প্রভৃতি প্রেষ্ঠজনেরও সুদুর্লভ—"যং প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং" অর্থাৎ সাধক-ভক্তদেরই বা কি কথা? কারণ যে গোপীপ্রেম শ্রীনারদের মত ভগবানের অতিশয় প্রিয় ভক্তদের নিকট অত্যন্ত দুর্লভ। (উপদেশামৃত-১১)—সেই শ্রীগৌরকরুণা অবাধগতিতে প্রসারিত হইয়া স্বতন্ত্রতা রক্ষাপূর্বক প্রবল বণ্যার ন্যায় সমস্ত জগতকে সেই দুর্লভ প্রেমে আপ্লাবিত করিয়া দিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অসমোর্দ্ধ করুণাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। শ্রীগৌরহরি তাঁহার করুণাশক্তিকে বলিয়া দিয়াছেন,—"করুণা! আমি তোমার নিকটে আত্মসমর্পণ করিলাম। তুমি যেদিকে যতদূর যে স্থানে যাইতে চাও—অপরাধী, বিমুখ, তটস্থ, শ্রদ্ধালু, অশ্রদ্ধালু, সাধারণ ভক্ত ও বিশেষ ভক্ত সকলকে প্রেমের বন্যায় ডুবাইয়া দাও।"

এই প্রেমবন্যায় সর্বপ্রথম কুলিয়ার পার্বত্যভূমি (নিন্দুক পড়ুয়াবর্গ), নীলাচলের উপত্যকা (সার্বভৌম ভট্টাচার্য-আদি অদ্বৈতবাদিগণ), এবং অবশেষে কাশীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গও (অপরাধী অদ্বৈতবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী এবং তাহার ষাট হাজার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ) অতল তলে তলাইয়া গেল। শ্রীগৌরকরুণার এমত অপূর্ব মাধুর্য্য, অদ্ভুত উল্লাস, অনুপম ঔদার্য্য এবং অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য প্রেম-প্রদাতা লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেও দৃষ্টিগোচর হয় না।

(৪) কেবল স্বয়ং ভগবান্ অন্যান্য ভগবদ্-স্বরূপ প্রদর্শন করতে পারেন—

অন্যান্য ভগবদ্-স্বরূপ জগতে অবতীর্ণ হইয়া আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত আপনার সেই এক স্বরূপের দর্শন করান। কেবল শ্রীকৃষ্ণ অবতারে ভগবান্ দেবকী, বসুদেব ও গোপীগণকে চতুর্ভুজ মূর্তি, অর্জুনকে বিশ্বরূপ, দ্বারকায় হনুমানকে রামরূপে দর্শন দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং-ভগবান্, তাঁহার পক্ষে ইহা সম্ভব। কিন্তু মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ এবং শ্রীরামাদি অবতার নিজের ভিন্ন অন্য কোন ভগবদ্ স্বরূপের দর্শন করান নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপে ভগবান্ যে ভক্তের যে ইষ্টদেব, তাঁহাকে সেইরূপে সকলের সামনেই দর্শন দিয়াছেন। শ্রীবাস, নৃসিংহানন্দকে—শ্রীনৃসিংহরূপে, মুরারীগুপ্তকে সপরিকর শ্রীরামরূপে, কাহাকেও যজ্ঞবরাহ, চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ, অষ্টভুজরূপে, কাহাকেও মুরলীধারী কৃষ্ণরূপে, এবং শ্রীরায়-রামানন্দকে শ্রীরাধাভাবদ্যুতি সুবলিত রসরাজ মহাভাবরূপে দর্শন দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার স্বয়ং-ভগবত্তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রভুগণেরও ভগবদ্-স্বরূপের মধ্যে মধ্যে মহীয়তা প্রতিপাদিত হয়।

(৫) শ্রীগৌরহরির করুণা পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত—

অন্যান্য অবতারে ভগবান্ সাধুজনকে পরিত্রাণ করিয়াছেন এবং সাধুজনও ভগবানের সেই করুণাকে প্রত্যক্ষরূপেই অনুভব করিয়াছেন। ধর্মস্থাপন করিয়া

ভগবান্ ধর্মপ্রাণ সজ্জনগণের উপকার করিয়াছেন। সেই উপকৃত সজ্জনগণও সেই করুণাকে অনুভব করিয়াছেন। অন্যান্য অবতারে ভগবান্ অসুরগণকে বিনাশ করিয়া গতি প্রদান করিয়াছেন। কারণ তিনি "হতারিগতিদায়ক"। শ্রীকৃষ্ণ যে সব অসুরগণকে বধ করিয়াছেন, তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। এমনকি অর্জ্জুন ও ভীমের দ্বারা হত ব্যক্তিগণকেও তিনি মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। অসুরদের প্রতি ভগবানের করুণা একটি বিচিত্র নিদর্শন। পুতনাকে তিনি ধাত্রোচিত গতি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ভগবানের এই সকল করুণাকে অসুরগণ কখন অনুভব করিলেন? মৃত্যুর পরে ভগবচ্চরণে স্থান লাভ করিবার পরে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্তও ভগবানের করুণা অনুভব করিতে পারিলেন না। তাহারা বন্ধুবান্ধব-পুত্র-কলত্রাদি কেহই (কেবল কালীয় ও তৎপত্নী ব্যতিত) সেই করুণা অনুভব করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাদের শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত ধারণা ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। অতএব অন্যান্য অবতারে করুণার বিকাশ অসম্পূর্ণ থাকে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোনপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করেন নাই, কাহারও প্রাণও বিনাশ করেন নাই, সকলকেই হরিনাম প্রদান করিয়া চিত্ত শুদ্ধ করিয়াছন। অসুর সংহার নহে—অসুরত্ব সংহারের বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র গৌরাবতারেই পরিলক্ষিত হয়। **"রাম-আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে। এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারো না মারিল, চিত্তশুদ্ধ করিল সবার।"** তাহার উদাহরণ—জগাই, মাধাই, চাঁদকাজী, নিন্দুক পড়ুয়াবর্গ, কাশীবাসী নির্বিশেষবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও তাহার শিষ্যবর্গ। ইহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব বিরোধী, মহা-মহা অপরাধী হওয়ার সত্ত্বেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণায় পরম ভাগবত হইয়া, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ও শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গ সহিত জীবিতকালেই তাঁহার অসমোর্দ্ধ করুণা-মাধুর্য্য অনুভব করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।

(৬) জীবর উদ্ধারের জন্য শ্রীগৌরহরির বিশেষ ব্যাকুলতা—

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সপরিকরগণের সহিত যখন মিলিত হইতেন তখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন—জীবগণের উদ্ধার কেমনে হইবে? পশুপক্ষী, তৃণলতা-গুল্মাদি ও স্থাবর জীবগণের নিস্তার কেমনে হইবে? শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও হরিদাস ঠাকুরাদি পরিকরগণ বলিতেন, আপনি যে উচ্চ-সঙ্কীর্তন প্রচার করিয়াছেন, তাহাতেই স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণীগণের অবশ্যই উদ্ধার হইবে। নাম-ধ্বনি সংযুক্ত বায়ুর স্পর্শমাত্রে সকলের নিস্তার অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতঃ উচ্চ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনর প্রচলন দ্বারা করুণার অসমোর্দ্ধ বিকাশ যে প্রকার শ্রীগৌরাবতারে হইয়াছে সেরূপ উৎকণ্ঠাময়ী ভাবনা অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। অন্য কোন ভগবদ্-স্বরূপ স্বয়ং ভক্তির আচার-প্রচারের শিক্ষা জীবগনকে প্রদান করেন নাই।

(৭) শ্রীগৌরহরি—রসিকশেখর ও পরমকরুণ—

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (আদি ৪/১৬) দেখিতে পাওয়া যায়—"রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ"। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ রসিক ও করুণ—ইহা সত্য, কিন্তু রসিকশেখর এবং পরম করুণ নহে, যে পর্য্যন্ত তিনি রাধারানীর ভাব এবং তাঁহার অঙ্গকান্তি অঙ্গীকার করিয়া মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ না হইয়াছেন। কেননা, কৃষ্ণলীলায় তাঁহার তিনটি বাঞ্ছা অপূর্ণ ছিল যাহার আস্বাদন তিনি গৌরলীলাতে করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের মাখন ও মন আদি চুরি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শ্রীমতী রাধিকার অঙ্গকান্তি এবং স্বরূপগত অধিরূঢ় মাদন, মোদন এবং মোহনভাব চুরি করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য শ্রীল রায় রামানন্দ বলিয়াছেন—**"রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম্"**! (চৈঃ চঃ আদি ১/৫) অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকার ভাব ও অঙ্গকান্তির দ্বারা সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরপ —শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি নমস্কার করি। শ্রীকৃষ্ণ অসুরগণকে মুক্তি প্রদানপূর্বক পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া "করুণ" হইয়াছেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু অপরাধীগণকেও

ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ প্রেম অকাতরে বিলাইয়া "পরম করুণ" আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছেন।

(৮) শ্রীগৌরলীলার চমৎকারিক বিশেষতা—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণার আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, যাহারা শ্রীগৌরাঙ্গর নাম লয়, তাহাদেরই কৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়। যাহারা গৌরাঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহারাই সপরিকর ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হয়। যাহারা গৌড়মণ্ডলের ভূমিকে আশ্রয় করেন, তাহাদেরই ব্রজভূমিতে নিত্য বাস হয়। অহা! যাহারা গৌরপ্রেম রসার্ণবে মগ্ন হয়, তাহারাই শ্রীরাধামাধব প্রেমতরঙ্গে ভাসমান হয়—

গৌরাঙ্গের দু'টি পদ, যা'র ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর-লীলা, যা'র কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তা'র॥
য গৌরাঙ্গের নাম লয়, তা'র হয় প্রেমোদয়,
তা'রে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তা'রে স্ফুরে,
সে-জন ভকতি-অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙীগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহ বা বনেতে থাকে 'হা-গৌরাঙ্গ' ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তা'র সঙ্গ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলেছেন—

গৌড়-ব্রজজনে, ভেদ না দেখিব হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে, হইব রাধার দাসী॥

কি অদ্ভুত ব্যাপার! ডুবিল ভারত মহাসাগরে উঠিল প্রশান্ত মহাসাগরে। ডুবিল গৌর-প্রম সাগরে, আর উঠিল রাধাকৃষ্ণ প্রেম সাগরে। আশ্রয় করিল গৌর পরিকরগণের এবং দাসী হইল শ্রীমতী রাধিকার। ইহা এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য।

সাধ্য-সাধন বা উপাসনা ক্ষেত্রেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান বৈশিষ্ট্য আরও চমৎকারিক এবং অতুলনীয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সর্বোত্তম অবদান—পরকীয়া ভাব

পরকীয়া ভাবের কথা (ইঙ্গিত) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরাস পঞ্চাধ্যায়ে, মুক্তাফলে (ব্যোপদেবের টীকা), শ্রীচণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলীতে স্পষ্টভাবে বর্ণন থাকিলেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বে কোন বৈষ্ণবাচার্য্য সাধ্য-সাধন বিষয়ে পরকীয়া ভাবের উপদেশ স্পষ্টভাবে বর্ণন করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত এবং তাঁহার মনোঽভীষ্টপূরক শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীবৃন্দ তাঁহাদের শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি প্রামাণিক গ্রন্থসমূহেও পরকীয়া ভাবকেই সাধ্য-সাধন বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এই প্রকার বলা হইয়াছে—

পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ-বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ়–নির্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস-আস্বাদন-কারণ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪/৪৭-৪৯)

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা শ্রীপ্রেমানন্দও উল্লাসভাবে গাইয়াছেন—

এমন শচীর নন্দন বিনে।

'প্রেম' বলি' নাম, অতি অদ্ভুত, শ্রুত হইত কা'র কানে??

শ্রীকৃষ্ণ-নামের, স্বগুণ-মহিমা, কেবা জানাইত আর?

বৃন্দা-বিপিনের, মহা–মধুরিমা, প্রবেশ হইত কা'র??

কেবা জানাইত, রাধার মাধুর্য্য, রস-যশ চমৎকার?

তা'র অনুভব, সাত্তিমক বিকার, গোচর ছিল বা কা'র??

ব্রজে যে বিলাস, রাস-মহারাস, প্রেম পরকীয় তত্ত্ব।

গোপীর মহিমা, ব্যভিচারী সীমা, কা'র অবগতি ছিল এত??

ধন্য কলি ধন্য, নিতাই চৈতন্য, পরম করুণা করি'।

বিধি-অগোচর, যে-প্রেম-বিকার, প্রকাশে জগত-ভরি'॥

উত্তম-অধম, কিছু না বাছিল, যাচিয়া দিলেক কোল।

কহ প্রেমানন্দে, এমন গৌরাঙ্গে, অন্তরে ধরিয়া দোল॥

এই প্রকার স্বরূপ প্রকাশে, পতিতপাবনতা বিষয়ে, আত্মদানে ভাবী জীবের উদ্ধারকরণে, জীবের স্বরূপানুবন্ধি পরমধর্ম বা অকৈতব ধর্ম প্রচারে, কৃষ্ণপ্রেমের পূর্ণতম সীমা পর্য্যন্ত স্বরূপ প্রকাশে, নাম-প্রেম বিতরণে এবং সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণর অনুপম মাধুর্য্য রসাস্বাদনে যে গৌর করুণার মহামাধুর্য্যময় ও উল্লাসময় বিকাশ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা অনির্বচনীয় ও অতুলনীয়। তাহা অন্য কোন যুগে, অন্য কোন ভগবদ্ স্বরূপে অভিব্যক্ত হয় নাই।

অতএব **হে সাধব! সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্র চরণে কুরুতানুরাগম্।** অর্থাৎ হে সাধুজন! আপনি সমস্ত কিছু দূরে ত্যাগ করিয়া চৈতন্যচন্দ্রের চরণকমলে অনুরাগ উৎপন্ন করুন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত্র

স্বয়ং-ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার তিথিত চন্দ্রগ্রহণের সময় পশ্চিমবাংলার শ্রীমায়াপুর (নবদ্বীপ) ধামে শ্রীগৌরহরিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পারম্পারিক প্রথা অনুসারে চন্দ্রগ্রহণের সময় নবদ্বীপের হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ সুরধনী গঙ্গার পবিত্র জলে দাঁড়াইয়া গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের মঙ্গলময় নাম-কীর্ত্তন করিতেছিলেন।

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি শ্রীমতী রাধারাণীর দিব্য প্রেমে আকর্ষিত হইয়া তাঁহার আন্তরিক ভাব ও অঙ্গকান্তি গ্রহণ করিয়া তিনটি বিষয় আস্বাদন করিবার জন্য এই জগত শ্রীগৌরহরি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই তিনটি বিষয় হল—১) শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কি প্রকার, ২) নিজের অদ্ভুত মধুরিমাই (সৌন্দর্য্য) বা কি প্রকার, এবং ৩) এই মধুরিমা আস্বাদন করিবার পর শ্রীরাধারানী কি ধরনের সুখ অনুভব করিতেন।

অধিকন্তু, শ্রীমন্মহাপ্রভু চিন্ময় জগতের সর্ব্বোপরি স্থান বৃন্দাবনের ব্রজবাসীদের অপ্রাকৃত প্রেম-ভাবনাকে কলিযুগের (শঠতা ও কলহের যুগ) বদ্ধ জীবদের প্রদান করিবার উদ্দেশ্য লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশুন্য হইয়া অর্থাৎ তাহাঁর ভগবত্তাকে বিস্মৃত হইয়া স্বাভাবিক আনন্দময় ভক্তিতে তাঁহার সেবা করিতেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগৎজীবকে ব্রজধামের সর্বোচ্চ প্রেম—কৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীদের শুদ্ধ অপ্রাকৃত প্রেম প্রদান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। বিশেষরূপে, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা শিরোমণি শ্রীরাধিকার ঐকান্তিক অনুগতা গোপিগণের দিব্য-প্রেমই তাঁহার বিশেষ অবদান। সমস্ত প্রকার দিব্য-প্রেমের মধ্যে এই প্রকার প্রেমই সর্বোত্তম, যাকে তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে উত্তম-অধম সকলকে অকাতরে দান করিয়াছেন। এইভাবে সমস্ত অবতারের মধ্যে তিনি অভূতপূর্ব এবং অদ্বিতীয়।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা শ্রীনরহরি ঠাকুর গাইয়াছেন—

(যদি) গৌরাঙ্গ নহিত, তবে কি হইত, কেমনে ধরিত দে?
রাধার মহিমা, প্রেমরস-সীমা, জগতে জানা'ত কে??
মধুর বৃন্দা-,বিপিন-মাধুর–, প্রবেশ-চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতী-,ভাবের ভকতি, শকতি হইত কা'র??
গাও পুনঃ পুনঃ, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল হইয়া মন।
এ ভব-সাগরে, এমন দয়াল, না দেখি যে একজন॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেনু গলিয়া, কেমনে ধরিনু দে।
নরহরি-হিয়া, পাষাণ দিয়া, কেমনে গড়িয়াছে॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব বাল্যকালে নিজের পরিচয় গোপন রাখিয়া, পিতামাতা, বন্ধু, আত্মীয়-পরিজন এবং নবদ্বীপবাসীদের সহিত বিবিধ লীলা আস্বাদন করিতেন। তিনি প্রথমে শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর এবং তাঁহার নিত্যধামে গমনের পরে মাতার বিশেষ অনুরোধে মূর্তিমান্ ভক্তিদেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহন করিলেন।

পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র অপ্রকট হল, তাঁর পিণ্ডদানের জন্য শ্রীগৌরহরি গয়ায় গমন করিলেন। সেইখানেই শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়, এবং জগদ্বাসীকে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিবার শিক্ষা দানের জন্য তাঁহার কাছ থেকে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করার লীলা-অভিনয় করিলেন। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট দীক্ষামন্ত্র লাভ করিয়া তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া জগৎজীবের কল্যাণের জন্যে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ধর্মের শিক্ষা দিলেন। তিনি ভগবানের পবিত্র নাম-কীর্ত্তন করিয়া দিব্যোন্মাদ দশা প্রাপ্ত হন এবং অন্যান্যদেরও এই নাম করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করেন।

২৪ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীনবদ্বীপ-ধাম থেকে শ্রীজগন্নাথ পুরীতে চলিয়া যান। তৎপশ্চাৎ তিনি ৬ বৎসরের মধ্যে দক্ষিণ ভারত ও বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করিয়া সবাইকে নাম-সংকীর্ত্তনে ও কৃষ্ণপ্রেমে ভাসাইয়া

দিলেন। পুরীতে ফিরিয়া আসার পর তাঁহার অন্তর্দশা অবর্ণনীয় সীমায় বর্ধিত হইতে থাকে এবং তিনি তাঁহার নিত্য পরিকরদের সহিত শ্রীমতী রাধারাণীর বিপ্রলম্ভ-ভাব আস্বাদন করিতে থাকেন এবং সমগ্র জগদ্বাসীকে স্বভক্তিশ্রীর-প্রেমতরঙ্গে ভাসাইয়া দিলেন। তিনি পরবর্তী ১৮ বৎসর শ্রীজগন্নাথ পুরীতে থাকিয়া শেষে শ্রীটোটা-গোপীনাথের বিগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিব্য- অন্তর্ধান-লীলা প্রকটিত করিলেন।

উপসংহারে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা হল শুদ্ধভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা—ব্রজগোপিদের প্রেমের প্রাপ্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ-ধারায় আগত অনুরাগী ভক্তদের দ্বারা এই ব্রজগোপিদের প্রেমের মহিমা আজ সম্পূর্ণ বিশ্বে প্রচারিত হইতেছে। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ সেই অনুরাগী ভক্তদের মধ্যে অন্যতম।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মৌনী অমাবস্যার শুভ দিবসে ভারতবর্ষের বিহার রাজ্যের বক্সর জেলার তিওয়ারীপুর গ্রামের এক শুদ্ধ-বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে তিনি তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের দর্শন লাভ করেন এবং তখন হইতেই তাঁহার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্মে সম্পূর্ণ-সমর্পিত জীবন আরম্ভ হইল।

জগতের বদ্ধ জীবদের নিত্য কল্যাণের জন্য তিনি তাঁহার শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সারা ভারত জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার কার্যে সক্রিয় সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং শ্রীগুরুদেবের নির্দেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িতমসমূহ নিয়ে মঠ-মন্দিরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। প্রতিবর্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডল পরিক্রমায় হাজার-হাজার ভক্তবৃন্দের সমাগম হয়। সেই সময় তিনি শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডল পরিক্রমার কার্য্যভার সঞ্চালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন। তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মথুরার শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠর মঠ-রক্ষক রূপে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন এবং প্রমুখ গৌড়ীয়বৈষ্ণব আচার্য্যদের গ্রন্থগুলি হিন্দীতে অনুবাদ করিবার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি সম্পূর্ণ জীবনে পরম উৎসাহ ও যত্ন সহকারে এ সব সেবাকার্য করিয়াছেন, ফলস্বরূপ হিন্দীতে প্রায় ৫০এরও অধিক পারমার্থিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে এই গ্রন্থগুলি ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় অনুদিত হইতেছে।

গৌড়ীয়-দর্শন প্রচার করিবার জন্য বহু বৎসর যাবৎ তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, এবং ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে হইতে তিনি বিদেশে প্রচার-সেবা আরম্ভ করিলেন। পরবর্তী ১৫ বৎসর যাবৎ তিনি সারা বিশ্ব প্রায় ৩৪বার পরিক্রমা করিয়াছেন। কি দেশে কিংবা বিদেশে, তাঁহার প্রচার সর্বদা শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভুর প্রধান পরিকর শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের ধারা অনুযায়ী চলিয়াছে, এবং যদি কোথাও সিদ্ধান্তের কোনকিছু ভুল দেখিয়াছেন বা হয়তো মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণ অস্পষ্ট বা কোথাও শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা হইয়াছে, তখন তিনি শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা তা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া নির্ভীক ভাবে যথার্থ সত্য স্থাপন করিয়াছেন। এইভাবে বর্তমান সময়ে তিনি গৌড়ীয়-সম্প্রদায়র মহিমা ও গৌরবকে সংরক্ষণ করে এক প্রকৃত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীল গুরুদেব—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ, ২০১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর, শ্রীজগন্নাথ পুরী ধামর চক্রতীর্থে, ৯০ বছর বয়সে তাঁহার ভৌমজগতের লীলা সম্বরণ করেন। পরদিবস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই বিশেষ প্রতিনিধি, মহাপ্রভুর অদ্বিতীয় করুণার মূর্তিমান্ শ্রীল গুরুপাদপদ্মকে শ্রীনবদ্বীপ-ধামে সমাধি দেওয়া হয়। তিনি চিরকাল ধরিয়া তাঁহার অমৃতময় অপ্রাকৃত-বাণীর মধ্যে এবং তাঁহার শরণাগত ভক্তদের হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করিবেন।